সংলাপ লিখার সেরা ফরম্যাট

বইয়ের গুণগত মান নিয়ে বইমেলায় লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংলাপ।

স্থান: বইমেলা।

সময়: সন্ধ্যা ৭টা।

[লেখকের অটোগ্রাফ নেওয়ার পর পাঠক ও লেখকের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো।]

পাঠক: (খুশি খুশি গলায়) আপনার অটোগ্রাফ পেয়ে আমার কী যে ভালো লাগছে, বলে বোঝাতে পারব না।

লেখক: (গম্ভীর স্বরে) হুম্।

পাঠক: গতবছর বইমেলাতে এসে আপনার নতুন বইয়ের খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু আপনি মনে হয়, গতবছর কোনো নতুন বই লেখেননি।

লেখক: শুধু গত বছর না, গত দু-তিন বছর আমার কোনো নতুন বই বের হয়নি।

পাঠক: (অবাক হয়ে) মানে!

লেখক: একটি বই চাইলেই তো বের করা যায় না। আমি যে ধরনের বই লিখি, তাতে আমাকে অনেক পড়তে হয়। তারপর চিন্তা করে বিষয়টিকে আমি আমার মতো উপস্থাপন করি।

পাঠক: বুঝেছি। এই জন্যই অনেকে যেখানে বছরে দু-চারটা বই বের করে, আপনার সেখানে দু-চার বছরে একটা বই বের হয়।

লেখক: আমি মনে করি না, সংখ্যা দিয়ে লেখকের মান বিচার হয়।

পাঠক: (হাসতে হাসতে) অথচ আমরা মনে করি, যার যত বই, সে তত বড়ো লেখক।

[আরেকজন পাঠক অটোগ্রাফ নিতে লেখকের দিকে এগিয়ে এলেন।]

পাঠক-২: আমার এই বইয়ে একটা অটোগ্রাফ দিন না! [লেখক দ্বিতীয় পাঠকের বইয়ে নাম স্বাক্ষর করে দিলেন। দ্বিতীয় পাঠক খুশি মনে চলে গেল।]

লেখক: এই যে একজন অটোগ্রাফ নিল, দেখলেন তো! [প্রথম পাঠক লেখকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।]

লেখক: যে বইয়ে আমি স্বাক্ষর দিলাম, সেটির গুণগত মান নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। এর কাগজ, ছাপা, মেকাপ কোনোটাই ভালো না। তার ওপর বইয়ের যে নাম আর প্রচ্ছদের যে ধরন, তাতে মনে হয় না লেখক-প্রকাশক এসব ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।

পাঠক: একটু আগে বইমেলায় ঘোষণা শুনছিলাম, মাইকে বলছিল, আজ মেলায় সাড়ে তিনশো নতুন বই এসেছে। এর মানে এক মাসে দশ-বারো হাজার নতুন বই বের হবে। আমার তো মনে হয়, এর শতকরা আশি ভাগ বইই মানসম্পন্ন নয়। গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতার বইয়ের খুব অল্প সংখ্যকই মানসম্পন্ন। তাছাড়া শিশুদের বইয়ের মান নিয়েও প্রশ্ন আছে। এগুলো দেখার কি কেউ নেই?

লেখক: (স্বগতোক্তি) লেখক-প্রকাশক সচেতন না হলে, বাইরের কে এগুলোর মান নির্ধারণ করবে!

পাঠক: আপনি কিছু ভাবছেন?

লেখক: (অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে) না, আপনি ঠিকই বলেছেন। [লেখক মেলার এদিক-ওদিক তাকাতে থাকলেন।]

পাঠক: (ইতস্তত করে) আমি মনে হয়, আপনার অনেকখানি সময় নিয়ে ফেললাম। ... আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার অটোগ্রাফের জন্য।

লেখক: আপনাকেও ধন্যবাদ।

[পাঠক চলে গেল।]

(কার্টেসিঃ তারিক মঞ্জুর স্যার, ঢাবি)

গ্রন্থ সমালোচনা লিখার সেরা ফরম্যাট

‘একাত্তরের দিনগুলি’: হৃদয়ের রক্তক্ষরণ

গ্রন্থের নাম: ‘একাত্তরের দিনগুলি’

লেখক: জাহানারা ইমাম

১ম অনুচ্ছেদ: এ অংশে ১-২ বাক্যে গ্রন্থটির সাধারণ পরিচয় নিয়ে লিখবেন। যেমন: ‘একাত্তরের দিনগুলি’ একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ। এটি দিনলিপির আকারে লেখা।

২য় অনুচ্ছেদ: এ অংশে লেখক সম্পর্কে লিখবেন। তাঁর অন্য কোনো বইয়ের নাম জানা থাকলে লিখবেন। লেখকের জন্ম-মৃত্যু সাল জানা না থাকলে অন্তত সময়কাল সম্পর্কে লিখবেন। লেখকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে লিখবেন। এককথায়, লেখক সম্পর্কে লিখবেন কমবেশি ৩ বাক্যে। যেমন: জাহানারা ইমামের বিশেষ খ্যাতি ‘একাত্তরের দিনগুলি’র জন্য। তিনি শহিদজননী হিসেবে খ্যাত। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি আজীবন ছিলেন সোচ্চার।

৩য় অনুচ্ছেদ: এ অংশে গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থ রচনার কারণ বা উদ্দেশ্য, গ্রন্থের বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সম্পর্কে লিখতে হবে। যেমন: দিনলিপি জাতীয় গ্রন্থে লেখক দিনের বিবরণ দিয়ে থাকেন। ‘একাত্তরের দিনগুলি’ গ্রন্থে লেখক একাত্তরের শ্বাসরুদ্ধকর সময়কে তুলে এনেছেন। দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনার অনিবার্য পরিণতি ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে উত্তাল হতে থাকে পূর্ব বাংলা। জাহানারা ইমাম তারিখ দিয়ে সেসব দিনের কাহিনি ও তথ্য তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধে দেশের পরিস্থিতি, মানুষের ভীতি ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি। এভাবে ৪-৫ বাক্য লিখতে হবে।

৪র্থ অনুচ্ছেদ: গ্রন্থের কাহিনি, চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে লিখতে হবে। এ অংশের সফলতা নির্ভর করে গ্রন্থ-পাঠের ওপর। অনেক গ্রন্থের ভূমিকা পড়েও এ অংশ ভালো লেখা যায়। একটি গ্রন্থ সম্পর্কে যত তথ্য জানা যায়, তত সুন্দর করে এই অনুচ্ছেদ লেখা যায়। এ অংশের নির্দিষ্ট আয়তন নেই। যেমন: ‘একাত্তরের দিনগুলি’ সরাসরি পড়া থাকলে লেখা সহজ হয় এখানকার রুমী চরিত্রটি কেমন, তার কী ভূমিকা, গ্রন্থে আর কোন কোন চরিত্র আছে। গ্রন্থের কাহিনি, বিষয়, সংলাপ এগুলোও আলোচনায় আসবে।

৫ম অনুচ্ছেদ: সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় মানুষের জীবন, অনেক সময় লেখক সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মতবাদের প্রয়োগ ঘটান। এর বাইরেও আরও অনেক রকম লক্ষ্য বা আঙ্গিক-বৈচিত্র্য থাকে। এর সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থকে সংশ্লিষ্ট করা গেলে করতে হবে। যেমন: মার্ক্সবাদ, প্রেমম-লক, কল্পকাহিনি, আঞ্চলিক কাহিনি, আত্মজীবনী ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ: এ অংশে তুলনার কাজটি করতে হবে। যেমন: অনুরূপ বিষয় নিয়ে আর কোন কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে, এর কিছু নমুনা দিতে হবে। একই গ্রন্থের কিংবা অন্য কোনো গ্রন্থের কোনো চরিত্রের সঙ্গে মেলানো যায় কি না, দেখতে হবে। আয়তন হতে পারে কমবেশি ৩ লাইন।

৭ম অনুচ্ছেদ: গ্রন্থের নামকরণের কারণ, বিষয় উপস্থাপনে বা চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের সফলতা-ব্যর্থতা বা কৌশল কিংবা অন্য যেকোনো ভালো-মন্দ দিকের মূল্যায়ন হবে এ অংশে। গ্রন্থের সম্ভাব্য নাম আর কী হতে পারত, কাহিনি অন্য কোন দিকে মোড় ঘোরানো যেত, চরিত্রের পরিণতির অন্য কোনো সুযোগ ছিল কি না, এ রকম বিষয় নিয়ে এ অংশে লিখবেন ৩-৪ লাইনে।

৮ম অনুচ্ছেদ: সবশেষে ১-২ বাক্যে উল্লেখ করবেন গ্রন্থটির গুরুত্ব কোথায়।

(কার্টেসিঃ তারিক মঞ্জুর স্যার, ঢাবি)

প্রবলেম সলভিং

উত্তর:

(Title/Heading) → সুনীল অর্থনীতি: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা

প্রস্তাবনা : → ([redacted] এর নাম লেখা যাবেনা।

— — — — — — — —

— — — — — —

প্রেক্ষাপট :

— — — — — —

সুনীল অর্থনীতি কী :

— — — — —

(You can use data, graph, chart, even map in here)

প্রেক্ষাপট (বাংলাদেশ) :

— — — — — —

— — — — — — —

(Data, Graph, Chart)

প্রতিবন্ধকতা/ চ্যালেঞ্জ :

— — — —

— — —

সম্ভাবনা : — — — — — — — —

সুপারিশ : (Point করে)

— — — — — —

(কার্টেসিঃ সাব্বির স্যার, ৩৮ তম পররাষ্ট্র)

উপসংহার → ([redacted] এর নাম লেখা যাবেনা।

(©আজিজ সারতাজ জায়েদ

সহকারী কমিশনার, পঞ্চগড় কালেক্টরেট

প্রতিবেদন ফরম্যাট

প্রশ্ন: দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বমূল্য নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

৩ এর উত্তর

প্রতিবেদনের প্রকৃতি : সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম : বাজারে আগুন: মানুষের নাভিশ্বাস ছুটছে
প্রতিবেদনের লক্ষ্য : নিত্যপণ্যের দামের লাগামহীনতার কারণ অনুসন্ধান
সরেজমিনে পরিদর্শন : হাড়িনাল বাজার বাজার, গোপালগঞ্জ
সরেজমিনে তদন্ত : মজুদদারদের কাছে জিম্মি জনগণ
প্রতিবেদন তৈরির সময় : দুপুর ২:০০ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা
তারিখ : ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৯শে নভেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
সংযুক্তি : হাড়িনাল বাজারে মজুদ মালের স্থিরচিত্র (৩ কপি)

বাজারে আগুন
মানুষের নাভিশ্বাস ছুটছে

[...৪/৫ প্যারায় লিখবেন...]

প্রতিবেদক:
গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সচেতন নিবাসীদের পক্ষে
রত্না সরকার
উপজেলা স্বাস্থ্যকর্মী।

[খাম অবশ্যই দেবেন। যে-কোনো প্রকার চিঠিপত্রে খাম রাখবেন কারণ চিঠি/প্রতিবেদন নিশ্চয়ই ডাকযোগেই যাবে।]

প্রেরক:	প্রাপক: (ডাকটিকেট)
রত্না সরকার ৪৪/বি, ননীবসাক সড়ক গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ-৮১০০।	সম্পাদক দৈনিক জনকণ্ঠ জনকণ্ঠ ভবন ২৪/এ, রাশেদ খান মেনন সড়ক নিউ ইস্কাটন, রমনা ঢাকা-৩৩৮০।

AZ SARTAZ ZAYED

প্রশ্ন: নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্তে একটি পত্র লিখুন।

<u>৩ এর উত্তর</u>

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৯শে নভেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক জনকণ্ঠ
জনকণ্ঠ ভবন
২৪/এ, রাশেদ খান মেনন সড়ক
নিউ ইস্কাটন, রমনা
ঢাকা-৩৩৮০।

বিষয়: সংযুক্ত পত্রখানা পত্রিকায় ও অনলাইনে প্রকাশের জন্য আবেদন।

মান্যবর,
নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে রচিত নিম্নবর্ণিত পত্রখানার প্রতি আপনার সুনজর কামনা করছি। আপনার সম্পাদিত বহুল প্রচলিত পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় এবং অনলাইন ভার্শনে পত্রটি প্রকাশ করলে অধুনা আলোচিত নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বিপুল জনতার অবস্থান ঘটবে।

নিবেদক,
আপনার বিশ্বস্ত
রত্না সরকার
গোপালগঞ্জ সদর-৮১০০।

<u>নারীর ক্ষমতায়ন</u>
<u>বিলাসিতা না কালের দাবি?</u>

[...৪/৫ প্যারায় লিখবেন...]

নিবেদক,
গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সচেতন নিবাসীদের পক্ষে [এলাকার কমন বিষয়ে এটা লিখবেন, না হলে না]
রত্না সরকার
উপজেলা স্বাস্থ্যকর্মী।

প্রেরক: রত্না সরকার ৪৪/বি, নবীবসাক সড়ক গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ-৮১০০।	(ডাকটিকেট) প্রাপক: সম্পাদক দৈনিক জনকণ্ঠ জনকণ্ঠ ভবন ২৪/এ, রাশেদ খান মেনন সড়ক নিউ ইস্কাটন, রমনা ঢাকা-৩৩৮০।

AZIZ SARTAZ ZAYED